ড্যান্সিং উইথ দ্যা ষ্টারস

অষ্ট্রেলিয়ার টেলিভিশনে একটি ভীষন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দেখায়। 'ড্যান্সিং উইথ দ্যা ষ্টারস'। অর্থাৎ যারা নাটক, গান বা শো বিজে ভীষন জনপ্রিয় তারকা- তাদেরই কোন নৃত্য শিল্পীর সাথে কয়েক সপ্তাহ নাচ শেখার তালিম দেয়া হয়। তারপর সেই তারকা তার নৃত্য গুরুর সাথে একেবারে দক্ষ্য নৃত্যশিল্পীর মত নাচে। অনুষ্ঠানে যথারীতি তিনজন বিচারক থাকে। তারা নাচের মুদ্রা, কোরিওগ্রাফী,উপস্থাপনা, শরীর-মুখ আর আবেগের প্রকাশ এই সব কিছু মিলিয়ে নম্বর দেয়। না এখানেই শেষ নয়। মোবাইলের এসএমএস এর কল্যাণে সাধারন দর্শকও ঐ বিচারকের ভূমিকা পালন করে। ক্লোজআপ ওয়ান এর মত বিভিন্ন স্তর পার হয়ে-সর্বশেষ রাউন্ডে যারা জিতে তারাই হয় চ্যাম্পিয়ন। অষ্ট্রেলিয়ার টেলিভিশনের নানা তারকারা এই শোতে অংশ গ্রহন করেছে। বলা হয়ে থাকে ঐ অনুষ্ঠানের ফাইনাল শো নাকি অষ্ট্রেলিয়ার যে কোন টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের চেয়ে জনপ্রিয়।

ড্যান্সিং উইথ দ্যা ষ্টারস অনুষ্ঠানটি কেবল অষ্ট্রেলিয়ার টেলিভিশনেই হয় না। মূলত: বিবিসি প্রথম এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তখন থেকেই রাশিয়া থেকে শুরু করে আমেরিকা পর্যন্ত প্রায় ১১টা দেশে এই অনুষ্ঠান নির্মানের হিড়িক পড়ে যায়। সাই সাই করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে যায় অনুষ্ঠানগুলো। আমেরিকার একটি শো নাকি একবার ১৩ মিলিয়ন (১কোটি ৩০ লাখ) দর্শক দেখেছিল যা আজো রেকর্ড হয়ে আছে।

আমি খুব একটা টেলিভিশন দেখিনা । কিন্তু আমার ১১ বছরের ছেলে ঋভুর সাথে তাল মিলাতে প্রায়ই ওর উত্তেজনাকে ফলো করি। ঠিক তেমনি ও আমাকে বিশেষ বিশেষ দিনে টেলিভীশনের সামনে বসায়। বাপ বেটা দুজনে বসে অনুষ্ঠান দেখি আর তর্ক করি। আমি ঋভুর কাছে বোকার মত প্রশ্ন করি। কেন ও এই অনুষ্ঠানটি পচ্ছন্দ করে? ও গড় গড় করে বলে যায়-'বাবা তুমি বুঝতে পারছো না । এই প্রোগ্রামে যারা নাচে তারা কেউ ডান্সার না। হয় নাটক করে নতুবা গান গায়। ওরা যখন নাচে তখন অনেক ফানি মুভমেন্ট করে। ও গুলো দেখতে বেশ মজা লাগে।'

আমি নিজেকে ঋভুর জায়গায় বসাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একটাই। ঋভুর প্রেক্ষাপট হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। ও সব কিছুই এই দেশের মত করে চিন্তা করে। কিন্তু আমার সব চিন্তা, ভাবনার মূল বিন্দুটিই হচ্ছে বাংলাদেশ । আমি এবার চালাকি করি। কল্পনায় ভাবি আচ্ছা বিপাশা, শমী, তৌকির, জাহিদ বা জেমস, বাপ্পা ওদেরকে যদি শিবলী মোহাম্মদ, শামীম আরা নীপার সাথে তিন সপ্তাহ নাচের তালিম দেয়া হয় এবং তারপর যদি ওদের নাচের প্রতিযোগিতায় আনা যায়-তবে দৃশ্যটি কেমন হবে? চোখ বুজে আরো ভাবার চেষ্টা করি- রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশিদ, বা হুমায়ন ফরিদি একজন আরেক জনের সাথে নৃত্য

প্রতিযোগীতা করছে। মুহূর্তে দম ফেটে হাসি পেল। এবার বুঝলাম -ঋভুরা কেন ঐ অনুষ্ঠান এত মজা নিয়ে দেখে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার চ্যানেল স্যাভেন একটু বেশী চমক আনলো। তারা কেবল শো বিজের তারকা এনেই ক্ষান্ত দিল না। আমন্ত্রন জানালো পলিন হ্যানসনকে। পলিন হ্যানসন অষ্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশী বিতর্কের সূত্রপাত করে-নিরপেক্ষ প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে জিতে পুরানো রাজনীতি চর্চ্চায় ঝড়ের বাতাস বইয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এর জন্য তাকে খেসারতও কম দিতে হয়নি। হাজত বাস, নিরাপত্তা কর্মীর অসৈজন্য মূলক আচরন, ষ্ট্রিপ সার্চ সবকিছু মিলিয়ে পলিনকে এমন কোনঠাসা করা হয়েছিল যে সবাই ভেবেছিল যে পলিন আর রাজনীতিতে ফিরবেনা। কিন্তু পলিন হারবার পাত্রী নন। অ্যাবরিজিনাল আর এশিয়ানদের ব্যাপারে কিচু তথ্য উপস্থাপন করে পলিন হ্যানসন বেশ রাজনীতি অঙ্গন গরম করে তুলেছিলেন। সেই পলিন যখন ড্যান্সিং উইথ দা ষ্টার অনুষ্ঠানে এলেন তখন কত মানুষের কত কথা। ঘটনাটি সত্য কিনা তা নিয়ে মিলিয়ন ডলারের বাজিও হয়ে গ্যাছে। রাজনীতিবিদরা তো নাক সিটকিয়েছেন। কিন্তু পলিন সত্যি সত্যি নাচের তালিম নিয়ে এই নাচের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এই নাচের অনুষ্ঠান দেখেছেন। এই অনুষ্ঠান দেখে আমার মনে হয়েছে আচ্ছা আমাদের দেশে তো এখন অনেক টেলিভিশন চ্যানেল হয়েছে। রাজনীতিবিদদের নিয়ে এমন একটা অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়? অনুষ্ঠানের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নাচের তালিম দেয়া হবে। মনে মনে একটা লিষ্ট তৈরী করলাম। মনে হলো যদি সত্যিই এই অনুষ্ঠান করা যায় তাহলে রাজনৈতিক নেতাদের যে একটা মানবিক দিক আছে তা নতুন করে সাধারন মানুষকে দেখোনো যেত। রাজনৈতিক নেতারাও নাটক সিনেমা দেখে, তারাও হাসে-কাঁদে এবং তারাও নাচতে পারে। ভাবছিলাম কার সাথে এই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলব? এই ভাবনার কাল প্রায় কয়েক মাস গড়িয়ে গ্যালো। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম আমার পরিকল্পনা চুরি হয়ে গ্যাছে। একেবারে পুকুর চুরি। শুনলাম এই অনুষ্ঠান এর পরিকল্পনা নাকি গত পাঁচ বছর ধরেই চলছিল এবং অনুষ্ঠান এর দিন ক্ষন ও ঠিক করে রাখা হয়েছিল। আমি মনে, মনে পাঁচ জন নেতাকে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু এই চুরি হয়ে যাওয়া পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে শত শত নেতাকে। তাদেরকে ভাগ করা হয়েছে দুটি দলে- ‘চৌদ্দদল’ এবং ‘চারদল’। মূল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তত্বাবধায়ক সরকারের দ্বায়িত্ব নেয়ার দিন থেকে। এখন চলছে ‘চৌদ্দদল’ রাউন্ড। এই রাউন্ডে নেতারা নাচবেন- কয়েকটি ধাপে। অবস্থান ধর্মঘট, লাগাতার ধর্মঘট, মেগালাগাতার ধর্মঘট। এই অনুষ্ঠানের বিচারক হয়েছেন -রাষ্ট্রপতি কাম উপদেষ্টাসহ তত্তাবধায়ক সরকারের সকল উপদেষ্টা। এই ওর্য়াম আপ ধাপের পর বিচারকগন একটি বিরতী নিবেন। তারপর শুরু হবে ‘চারদলের’ রাউন্ড । উনারাও অবস্থান ধর্মঘট, লাগাতার ধর্মঘট, মেগালাগাতার ধর্মঘট ধাপ পার করবেন। তারপর শুরু হবে ফাইনাল রাউন্ড। এই ফাইনাল রাউন্ড ও হবে কয়েক ধাপে। যেখানে দুই পক্ষ সমান ভাবে অংশ গ্রহন করবেন। ধাপ গুলো হবে মানিনা, শুনিনা, শুনব না, দখল, পাল্টা দখল, হরতাল, রক্তারক্তি। বিচারকের ভূমিকায় রাষ্ট্রপতি কাম প্রধান উপদেষ্টা সহ অন্যান্য সব উপদেষ্টারা শেষ পর্যন্ত রায় ঘোষনা করবেন। আর এই অনুষ্ঠানটির খন্ড চিত্র দেখা যাবে প্রতিদিনের টেলিভিশনের খবরের অংশে। মূল অনুষ্ঠানটি এতই ভয়াবহ এবং বিশাল যে

পৃথিবীর সকল স্যাটালাইট এক বিন্দুতে ফোকাস করলেও পুরো অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করা বা সম্প্রচার করা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে ড্যানসিং উইথ দ্যা স্টারস অনুষ্ঠানের এ যাবত কালের সর্ব্বোচ্চ দর্শক সংখ্যা ছিল এক কোটি ত্রিশ লাখ। তবে বাংলাদেশের ড্যানসিং উইথ দ্যা স্টারস অনুষ্ঠানের দর্শক সংখ্যা হবে ১৫ কোটি- যা গিনিস বুকস অফ ওর্য়াল্ড রেকর্ডে নথিভুক্ত করা হবে । অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের এই ড্যানসিং উইথ দ্যা স্টারস এর তফাৎ একটাই- এখানে অনুষ্ঠানটি করা হয় নিছক বিনোদনের জন্য। আর বাংলাদেশের ড্যানসিং উইথ দা স্টারস-এর রাজনৈতিক তারকারা কেবল নিজেই নাচেন না তারা নাচান ১৫ কোটি দর্শকদের- আর আনন্দ করেন মানুষের রক্তে।

জন মার্টিন
অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যকার
probashimartins@gmail.com